সম্পাদকীয় ভূমিকা

দ্বিতীয় বর্ষে পা রাখল 'সর্বজনকথা'। আমরা খুশি যে যথাসময়েই দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা বা পঞ্চম সংখ্যাও প্রকাশিত হলো। সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাই। বিজ্ঞাপন ছাড়া শুধু পাঠকদের ওপর ভর করে সর্বজনের একটি প্রবন্ধ জার্নাল প্রকাশ যে সম্ভব, তা লেখক-পাঠক-উদ্যোগী-উদ্যমী কর্মিবাহিনীকে প্রমাণ করতে হবে। যাঁদের জন্য এবং যাঁদের দ্বারা, তাঁরাই যে একটি উদ্যোগ সফল করতে পারেন, তা প্রতিষ্ঠা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা শুধু একটি জার্নালের জন্য নয়, সব ধরনের চিন্তা ও সক্রিয়তার জন্য, সংগঠন, এমনকি সমাজ রূপান্তরকামী রাজনৈতিক দলের জন্যও। এর জন্য অনেকের সক্রিয় সমর্থন ও ভূমিকা দরকার। যাঁরা এ ধরনের জার্নালের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম, তাঁরা লেখা ছাড়াও গ্রাহক সংগ্রহ, জার্নাল বিক্রি বাড়ানো, অনুদানসহ বিভিন্নভাবে নিজেদের ভূমিকা রাখতে পারেন। আমরা এবারও সেই আহ্বান রাখলাম।

এই সংখ্যায় সর্বজনের পরিবহন হিসেবে রেলওয়ের ওপর তিনটি লেখা প্রকাশিত হলো। গত চার দশকে বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্প্রসারণের বদলে সংকোচন ঘটানো হয়েছে, সক্ষমতা বাড়ানোর বদলে তা কমানো হয়েছে। পর পর দুটি প্রবন্ধে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিপর্যয়ের চিত্র এবং তার কারণ তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধে ভারতে রেলওয়ের সক্ষমতা কিভাবে বিকশিত হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদক্ষেপের রূপরেখা স্পষ্ট করা হয়েছে।

ধর্মপন্থী রাজনীতি এবং সন্ত্রাসের বিশ্লেষণ নিয়ে দুটো প্রবন্ধ আছে এই সংখ্যায়। দেশীয় রাজনীতি এবং বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদী পরিপ্রেক্ষিতও আলোচনা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ মডেল' জোর কদমে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে বাড়ছে সন্ত্রাসী ভুতুড়ে গোষ্ঠী, ডিজিটাল প্রচারণা আর অদৃশ্য সরকারের তৎপরতা। 'মৌলবাদ', 'আধুনিকতা', 'পশ্চিম', 'ধর্ম', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'নাস্তিক' ইত্যাদি নিয়ে সাদাকালো বিভাজনকে প্রশ্নের মধ্যে আনার তাগিদ তৈরি হয়েছে।

সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে গায়ের জোরে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে সরকার। এর ফলে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধিসহ নতুন বোঝা যোগ হয়েছে। সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন সরকারের এ রকম অযৌক্তিক উদ্ধত ভূমিকার বিরুদ্ধে একটি সফল আন্দোলন। টাঙ্গাইলে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পুলিশ গুলি করে চারজন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। গত ১৬ ও ১৭ অক্টোবর সুন্দরবন রক্ষার শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ উপর্যুপরি হামলা করেছে। এসব ঘটনাসহ দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে 'সাম্প্রতিক' বিভাগ সাজানো হয়েছে। নিয়মিত বিভাগ হিসেবে 'সংবাদপত্রের পাতা থেকে' শুরু করা হয়েছে এই সংখ্যায়। রানা প্লাজা ধসে নিষ্ঠুর নির্মমতার কিছু শব্দদৃশ্য থাকার কারণে এ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র সেন্সর পাস পায়নি। সেন্সর বোর্ডের ভূমিকা উন্মোচন করে একটি লেখা আছে এই সংখ্যায়। বাংলাদেশে দলিত নিম্নবর্গের মানুষেরা অথনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা ছাড়াও বাস করেন অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনা, সামাজিক দলন ও বিদ্বেষের মধ্যে। এ বিষয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে একটি লেখা প্রকাশিত হলো।

একচেটিয়া পুঁজি বা বহুজাতিক কর্পোরেশনের বৈশ্বিক আধিপত্যের মধ্যে মিডিয়াজগৎও কতিপয় কোম্পানির দানবীয় কর্তৃত্বে বন্দি হয়ে গেছে। এ সংখ্যায় বর্তমান ক্ষমতাবান মিডিয়াজগৎ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সৌদি আরবে রাজতন্ত্রের একক আধিপত্য, ঔদ্ধত্য ও দায়িত্বহীনতার চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে একটি লেখায়। যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ কর্তৃক নাগরিক, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গদের নিপীড়ন-হত্যার পাশাপাশি প্রায়ই বিভিন্ন এলাকায় জনবিদ্রোহের ঘটনাও ঘটছে। এ রকম সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে একটি প্রবন্ধে। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ ও রবার্ট ম্যানিংয়ের পর এডওয়ার্ড স্নোডেন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার ভয়াবহ পুলিশি চরিত্র উন্মোচন করেছে। একটি তথ্যচিত্রে এই পরিস্থিতি উন্মোচন করেছেন লরা পয়ট্রাস। এ বিষয়ে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিয়ে একটি গ্রন্থের পর্যালোচনা করা হয়েছে দুটো লেখায়।

যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বড় হয়ে ওঠা দুজন লেখক-গবেষকের কথোপকথনে নিজেদের অভিজ্ঞতা, আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোদ্ধা ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা, প্রশাসন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে যৌনতা প্রশ্নে নিপীড়নমুখী চিন্তার ধরন উঠে এসেছে। এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে মিয়ানমার বা বার্মার রাজধানী ইয়াঙ্গুনের মানুষদের কথা এবং সে দেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আনা হয়েছে আরেকটি লেখায়।

দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি, বিক্রি ও মুনাফা বৃদ্ধির উন্মাদনায় ব্যবহার বাড়ছে নানা কীটনাশক ও রাসায়নিক দ্রব্যের। এর নির্বিচার ব্যবহার নিয়ে একটি মাঠ গবেষণা ও পর্যালোচনা হাজির করা হয়েছে একটি প্রবন্ধে। ভারতের এক 'উন্নয়ন প্রকল্প' এবং এক শিক্ষকের উপলব্ধি নিয়ে একটি লেখায় বিদ্যমান 'উন্নয়ন' চিন্তা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বাংলাদেশে মাটির নিচে, নদীতীরে, সমুদ্রসৈকতে বিভিন্ন ধরনে ও পরিমাণে মূল্যবান খনিজ সম্পদ আছে। সিলেটের একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সূত্র ধরে প্রশাসন, মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে একটি প্রবন্ধে।

দর্শন, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সকল ধারা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এ সংখ্যায় ভারতীয় দর্শনের ওপর একটি লেখা শুরু হলো। আমরা এসব বিষয়ে আলোচনা, বিতর্ক নিয়মিত রাখতে চাই।

২৩ অক্টোবর ২০১৫